বাংলাদেশ

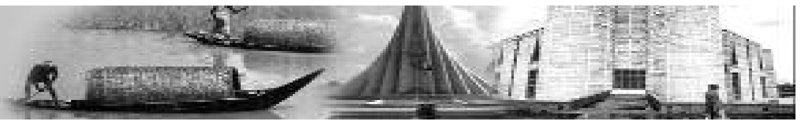

পিরোজপুরের আলেম ওলামা ও মুক্তিযোদ্ধাসহ ৩৮৭ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

মাওলানা সাঈদীকে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও অবিলম্বে মুক্তি দাবি

পিরোজপুর সংবাদদাতা : বিশ্বনন্দিত মুফ-াসসীর, নাজিরপুর-পিরোজপুর ও জিয়ানগর (পিরোজপুর সদর আসন) থেকে দু'বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আওয়ামী সরকার রাজনৈতিক আক্রোশে মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ ২২ দিন রিমান্ডের নামে নির্যাতন করায় নাজিরপুরের ৩৮৭ জন ওলামা-মাশায়েখ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিশিষ্ট নাগরিকগণ তার নিঃশর্ত মুক্তি ও রিমান্ড বাতিলের জন্য বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিদাতারা বলেন, মাওলানা সাঈদী ১৯৭১ সালে মানবতা বিরোধী কোন অপরাধ করেননি এবং তিনি রাজাকার ছিলেন না। তার মত একজন প্রখ্যাত আলেমকে গ্রেফতার করায় সরকারের নিন্দা ও ধিক্কার জানাই এবং আশু নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি।

নাজিরপুরে মুক্তিযুদ্ধকালীন ডেপুটি কমান্ডার এডভোকেট আঃ রহমান বলেন, ১৯৭১ সালে মাওলানা সাঈদী মানবতা বিরোধী কোন কাজ করে থাকলে বা রাজাকার থাকলে শুনতাম। গত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি মাওলানা সাঈদীর পক্ষে মানুষের কাছে ভোট চেয়েছি। তার বিরুদ্ধে যে সব মামলা হয়েছে তা হাস্যকর।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান বাহাদুর বলেন, মাওলানা সাঈদীর মত একজন বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীনকে মিথ্যা মামলায় রাজনৈতিক আক্রোশে গ্রেফতার করে সরকার ভুল করেছে। এজন্য সরকারকে একদিন মাশুল দিতে হবে।

নাজিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের যেসব বিশিষ্ট নাগরিক মাওলানা সাঈদীর মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়েছেন তারা হচ্ছেন ডুমরিয়া নেছারিয়া সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা আঃ মান্নান, মাটিভাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক শ. ম. রেজাউল করিম, সাংবাদিক ওমর ফারুক, সাংবাদিক আল আমিন, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক আবুল হাসিব মল্লিক, অধ্যাপক ইউনুছ আলী সেখ, হাফেজ মাযহার উদ্দিন, শ্রীরামকাঠী ইউপি চেয়ারম্যান মো: মোতাহার উদ্দিন, নাজিরপুর সরকারি হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেন, ইউপি সদস্য তাজুল ইসলাম, প্রাক্তন ইউপি সদস্য আ. মোতালেব, মোঃ আঃ মজিদ, বিশিষ্ট সমাজসেবক হরলাল হালদার, দেউলবাড়ীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, হাফেজ ইস্রাফিল, নাজিরপুর দাখিল মাদরাসার প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান মল্লিক, মাওলানা মুনিরুজ্জামান ও আঃ হক হালদার প্রমুখ।

আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না বিরোধী দল এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকারের ঝটিকা তৎপরতা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার একের পর এক তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে গেলেও এর বিপরীতে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না বিরোধী দল। সরকারের ১৮ মাসের শাসনকালে একটি 'সফল হরতাল' ছাড়া বিরোধী দল আর তেমন কোনো কর্মসূচি দিতে পারেনি। অবশ্য বিরোধী দলের নেতারা বলছেন, হরতাল সরকারের জন্য একটি সতর্ক সংকেত মাত্র। সরকারকে আরও সময় দিতে চান তারা। সামনে রোজা ও ঈদ। এর আগে আর কোনো বড় ধরনের কর্মসূচিতে যেতে চাচ্ছে না বিরোধী দল।

বিরোধী দল ছাড়াই সরকার ৫ম সংশোধনী বাতিলের উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নের নামে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে না থাকলেও এই সংবিধান সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য এম.কে. আনোয়ার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলেরও চিন্তাভাবনা করছে আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে এবং অবৈধ মানব ও অস্ত্র পাচার রোধ চুক্তি করে বাংলাদেশের ভেতর যখন-তখন ভারতের প্রবেশাধিকারকে জায়েজ করে দিয়েছে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার। এছাড়া বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে যাওয়ার ট্রানজিটও দিয়েছে বাংলাদেশ। আশুগঞ্জ নদীবন্দর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে সড়ক ও রেলপথ ভারতকে ব্যবহার করতে দেয়ার জন্যও রাজি হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এটা এখন বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। এসব ব্যবস্থা দেশের মানুষ ইতিবাচক মনে করছে না।

এসব প্রতিরোধে বিরোধী দলের তেমন কোনো কর্মসূচিও চোখে পড়ছে না বলে সাধারণ নাগরিক ও সিভিল সোসাইটি অভিযোগ করেছে। তারা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, বাংলাদেশের অনাপত্তি দেয়ার পরও বিরোধী দলের প্রতিরোধের মুখে টিপাইমুখ ড্যাম তৈরি করতে পিছিয়ে গেছে ভারত। টিপাইমুখ ড্যাম না করার জন্য প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নাগরিক সংলাপ করেছে। এতে টিপাইমুখে ড্যাম হলে বাংলাদেশের কী ধরনের ক্ষতি হবে তা তুলে ধরেছেন এ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ। সরকারের কমিটির পাশাপাশি বিরোধী দল থেকেও পৃথক টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়। বিদেশে লবিংয়ের জন্য প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করা হয়। এতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এ কারণে এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন থেকে পিছিয়ে আসে ভারত।

এ ব্যাপারে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান বলেন, কর্মসূচি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চেয়ারপার্সন অনেক কথা বলেছেন। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত এই দলের সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্পর্ক রয়েছে। জনগণ যা চাইবে এই দল সেই অনুযায়ীই কর্মসূচি দেবে। জনগণের কথা চিন্তা করে আমরা এ পর্যন্ত যেসব কর্মসূচি দিয়েছি তা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে হার্ডলাইনে চলছে। আমাদের নেতাকর্মীদের ব্যাপকভাবে নির্যাতন করছে। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান এমপিকেও গ্রেফতার করেছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি গণঅনশনের জন্যও পলন ময়দানের অনুমতি দেয়নি। তবে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক তা আমরা চাই না। সামনে রোজা। আপাতত তেমন কোনো কর্মসূচি দেয়া হবে না। এরপর জনগণ চাইলে কর্মসূচি দেয়া হবে।

স্থায়ী কমিটির সদস্য এম.কে. আনোয়ার বলেন, কর্মসূচি দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে চাই না বলেই মহাজোট সরকারের দেড় বছরেও কোনো কর্মসূচি দেইনি। এরপর আমরা হরতাল দিয়েছি। লক্ষ্য করবেন, হরতাল দেয়ার আগে আমাদের দলের চেয়ারপার্সন বলেছেন, এটা সরকারের জন্য একটি 'সতর্ক সংকেত'। হরতালের দিন আমাদের নেতাকর্মীরা তেমন কোনো পিকেটিংয়ে অংশ নেয়নি।

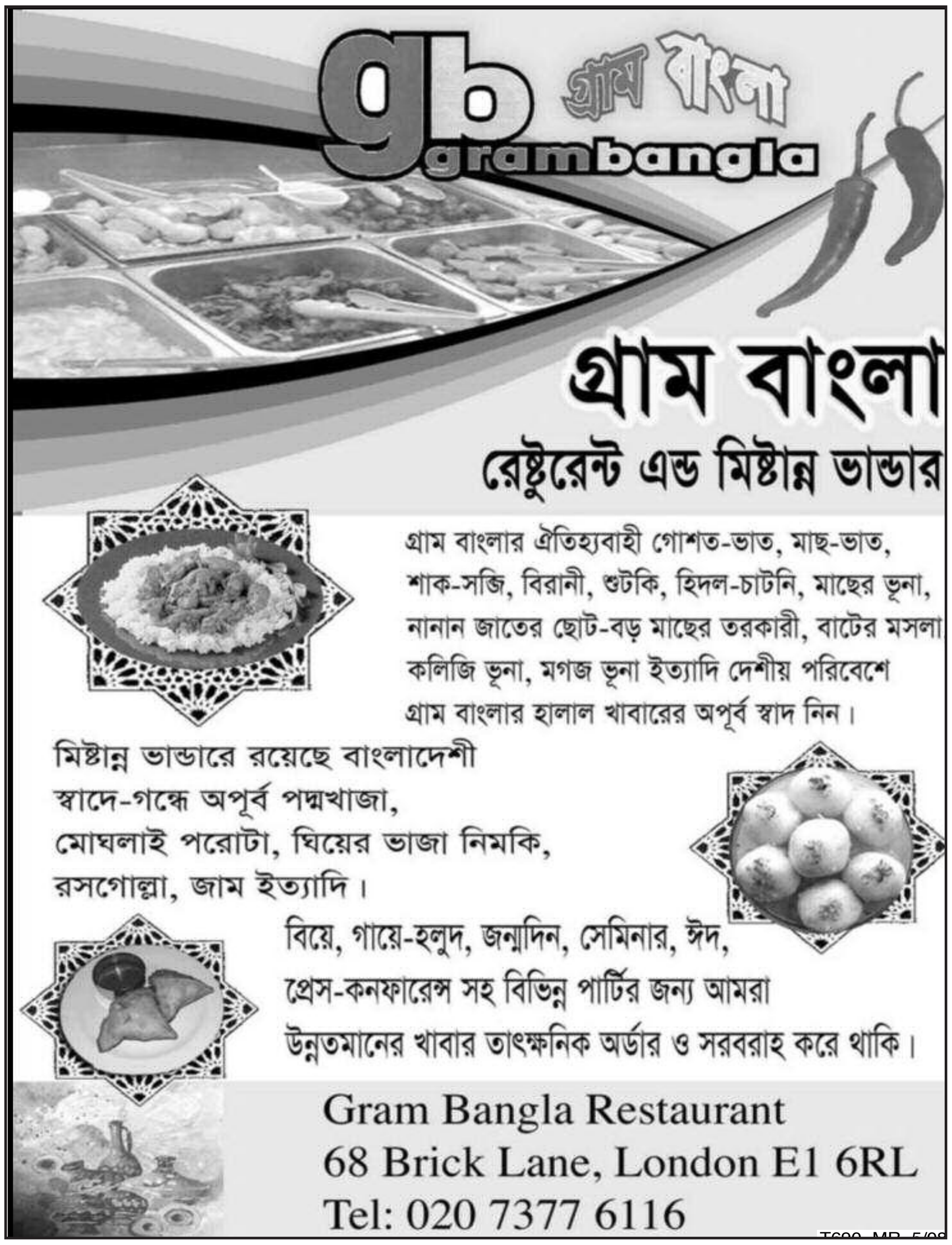

UNITED TRAVELS AND JOB CENTRE

193A WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DN

MOB: 07908 998 174, 07865896704

TEL: 020 7650 7793

কাজ কাজ কাজ কাজ কাজ

❒ আপনি কি ষ্টাফ খুঁজছেন?

❒ আপনি কি কাজ খুঁজছেন?

◆ আমরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে গ্যারান্টি সহকারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অত্যান্ত নির্ভরতার সাথে টাকা পৌছে দিতে পারি আপনার কাংক্ষিত গন্তব্যে।

❒ আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে রেষ্টুরেন্ট, ফ্যাক্টরী, গ্রোসারী ও PFC সহ সব ধরনের কাজের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে ষ্টাফ সরবরাহ করে থাকি।

❒ পারসোনাল লোন এবং ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করে থাকি।

আমাদের অন্যান্য সার্ভিস সমুহ

- ◆ বিমান, আমিরাত, সৌদী এয়ার লাইন্স, কাতার এয়ার লাইন্স, উমরা হজ্ব সহ সকল এয়ার লাইন্সে টিকেট এর ব্যবস্থা করে থাকি
- ◆ আমরা মর্গেজ, রিমর্গেজ এর ব্যাপারে Advice করে থাকি।
- ◆ কাবিন বাংলা থেকে ইংরেজী, পাওয়ার অব এটর্নী, ভিসা নো ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি।
- ◆ পাসপোর্ট, লস্ট পাসপোর্ট, রিনিউ এর সহায়তা করে থাকি।

♦ Life in the UK, ESOL এবং Food হাইজিন কোর্স করানো হয়।